দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ 08 AUG 1993
পৃষ্ঠা ৬ কলাম ৪

গণতন্ত্রের দুর্গ এবং সন্ত্রাসমুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়

প্রফেসর মুহাম্মদ ইউনুস

পূর্ব প্রকাশিতের পর

গণতন্ত্র এবং সন্ত্রাস এক সংগে চলে না বিশ্ববিদ্যালয় এবং মারণাস্ত্রসহ অবস্থান করতে পারে না। বিশ্ববিদ্যালয় যুক্তির জায়গা। বিশ্ববিদ্যালয় মুক্ত বুদ্ধির অবাধ চর্চার জায়গা। অস্ত্রের জোরে লাঠির জোরে চর দখলের জায়গা নয়। বিশ্ববিদ্যালয় অংগনে যতদিন অস্ত্র চলাফেরা করবে ততদিন মুক্ত বুদ্ধিও এর অঙ্গন থেকে দূরে থাকবে, দেশেও গণতন্ত্র নিশ্চিত হতে পারবে না।

আপনারা যদি নিজেদের মংগল চান, দেশের মানুষের মংগল চান, বিশ্ববিদ্যালয়কে চিরতরে অস্ত্রমুক্ত করুন। বিশ্ববিদ্যালয়ে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত করুন। দেশের এবং মানুষের এগুবার পথ বিঘ্নমুক্ত করুন। মানুষের মনে ভবিষতের প্রতি আস্থা আনার পরিবেশ সৃষ্টি করুন। বিশ্ববিদ্যালয় অস্ত্রমুক্ত হলে সন্ত্রাসমুক্ত হলে দেশের রাজনীতি দারিদ্র্য বিমোচনমুখী হবার সুযোগ পাবে।

আপনি সৃষ্টির অনন্য সৃষ্টি

প্রতিটি মানুষই সৃষ্টির অনন্য সৃষ্টি। আপনার মত আরেকটি মানুষ এই বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডে পূর্বে কখনো জন্ম গ্রহণ করেননি, আগামীতেও জন্ম গ্রহণ করবে না। আপনার ইতিহাস আপনাকেই রচনা করতে হবে। আপনার ভূমিকা আপনি একাই পালন করবেন। আপনাকে আপনিই আবিষ্কার করবেন। প্রয়োগের মাধ্যমে আপনি নিজেকে উন্মোচিত করবেন। সীমাহীন সৃষ্টির মাঝে আপনি কত নিষ্ঠা ও পরিশ্রমের মাধ্যমে উন্মোচিত করেছেন তার উপর। নিজেকে জানার জন্যই জ্ঞান লাভ। বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রবেশ লগ্নে আপনার জ্ঞান চর্চার প্রেক্ষিত্রে জেনে নিন। কী হবে এই জ্ঞান দিয়ে? শুধু চাকরির জন্য লেখাপড়া করতে হলে ১৫টি সম্ভাব্য প্রশ্নের উত্তর মুখস্থ করলে চলে। কিন্তু জ্ঞানের জন্য লেখাপড়া করতে হলে প্রতি পর্যায়ে জ্ঞানকে স্বয়ংসম্পূর্ণ হতে হবে। তাতে ফাঁক রেখে গেলে চলে না। বিদ্যুৎ-পরিবাহী তারে যেমন মাঝখানে ফাঁক থেকে গেলে বিদ্যুৎ-পরিবহন অচল হয়ে যায় তেমনি জ্ঞানের ক্ষেত্রে যুক্তির মধ্যে ফাঁক রেখে গেলে প্রকৃত জ্ঞান আর অগ্রসর তে পারে না। বিশ্ববিদ্যালয়ে এসে সব কিছু জেনে ফেলতে হবে এমন কোন কথা নেই। কিন্তু জ্ঞানের যে শাখায় আপনি বিচরণ করার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন তার উত্তর-দক্ষিণ-পূর্ব-পশ্চিম সীমান্ত অবশ্যই আপনাকে জেনে নিতে হবে। তার ভিত্তি জেনে নিতে হবে। তার মেথডোলজি জানতে হবে।

জ্ঞান অর্জন করতে এসে জ্ঞানের গভীরতা এবং বিস্তৃতি দেখে নিজেকে কখনো ক্ষুদ্র জ্ঞান করবেন না। যাঁদের অবদানে এই ভান্ডার সমৃদ্ধ হয়েছে এবং ক্রমাগত হচ্ছে তাঁরা আপনার মত এভাবে একদিন বিশ্ববিদ্যালয়ে এসেছিলেন। তাঁরা জ্ঞানের ভ্রু কুচকানীতে ভয় পাননি। তাঁরা তাকে পোষ মানিয়ে তার সবলতা, দুর্বলতা, অসম্পূর্ণতাকে চিহ্নিত করেছেন। দুর্বল অংশকে সবল করার জন্য এগিয়ে এসেছেন। অসম্পূর্ণতাকে পূরণ করার ব্যবস্থা করেছেন। জ্ঞান এভাবেই এগিয়ে যাচ্ছে। জ্ঞানের পথে অগ্রসর হতে হলে আপনি বরং নিজেকে জিজ্ঞেস করুন তাঁরা কেন তাঁদের মত এ রকম নতুন নতুন সংযোজন করতে পারিনি? বিশ্বের ক্রম সম্প্রসারণ জ্ঞানের ভান্ডার আমাদের অবদান নেই কেন?

আমরা যদি আমাদের জগতটাকে আমাদের মত করে দেখতে শিখতাম, আমাদের সমস্যা সমাধানের জন্য আমাদের প্রচেষ্টা, উদ্যোগ নিয়ে এগিয়ে আসতাম তবে আমরাও জ্ঞানের সাম্রাজ্যের পরিধি বৃদ্ধিতে অবদান রাখতে পারতাম।

উচ্চশিক্ষা গ্রহণের পেছনের একটি বড় যুক্তি হচ্ছে এই শিক্ষা ছাত্র-ছাত্রীকে পেশাজীবী হিসেবে গড়ে তুলে সমাজকে দ্রুত অগ্রসর হতে সাহায্য করবে। আপনি যদি পেশার জগতে না-ঢুকেন তবে সমাজ একজন উপযুক্ত পেশাজীবীর সেবা থেকে বঞ্চিত হবে। মনকে এখন থেকে শক্ত করুন। একে অপরকে উৎসাহিত করুন। শিক্ষা, প্রশাসন ব্যবসায়, রাজনীতি, সাংবাদিকতা সকল ক্ষেত্রে নেতৃত্বের দায়িত্ব পালনের জন্য প্রস্তুতি নিন। আপনার পূর্বসুরীরা যাঁরা আপনাদের চাইতে বহু প্রতিকূলতার মধ্য দিয়ে এসেও কোন দিন পিছ পা হননি, যাঁরা দেশের জন্য অনুপ্রেরণাময় দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন, তাঁদের কাছ থেকে সাহস নিন। তাঁদের পথকে দৃঢ়তার সংগে বেছে নিন। তাঁদের ঐতিহ্যকে বলবতী করুন।